দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 DEC 1995 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ধানমন্ডি গার্লস স্কুলের হোস্টেল ভবন থেকে ছাত্রীদের উচ্ছেদ করে সেখানে বোর্ডের কম্পিউটার বসানো হয়েছে। ভবনের ঠিকানা ঠিকই আছে অথচ নাম মুছে ফেলা হয়েছেহোস্টেলের।

নগরীর দু'টি আবাসিক স্কুলের চিত্র

হোস্টেলে বসেছে কম্পিউটার কেন্দ্র ছাত্রীদের থাকতে হচ্ছে গুদামঘরে

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই। ছাত্রদের কয়েকটি স্কুলে হোস্টেল থাকলেও ছাত্রীদের স্কুলে এ সুযোগ একেবারেই নেই। নগরীর যে ২টি স্কুলে ছাত্রী হোস্টেল ছিল তা উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে কম্পিউটার কেন্দ্র।

ঢাকা শহরের ২৪টি সরকারি হাই-স্কুলের মধ্যে ৮টি গার্লস স্কুল রয়েছে। মাত্র ২টিতে খুবই স্বল্পসংখ্যক মেয়ের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা রাখা ছিল, তাও এখন বিলুপ্ত হবার পথে। মহানগরীর বেসরকারি স্কুলে ছাত্রীদের কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ঢাকা শহরে সরকারি ও বেসরকারি মিলে সর্বমোট ৩৪২টি হাইস্কুল রয়েছে, এর মধ্যে গার্লস

চিত্র ঃ পৃঃ ৬ কঃ ১

চিত্র ঃ আবাসিক স্কুলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুল হচ্ছে ৭০টি। শহরে ২৪টি সরকারি স্কুলের মধ্যে ৩টি বয়েজ স্কুলে আবাসিক ব্যবস্থা আছেঃ তা হচ্ছে ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল, খিলগাঁও হাইস্কুল ও মুসলিম হাইস্কুল। এ স্কুল ৩টিতে কিছুসংখ্যক ছাত্র হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। ৮টি গার্লস স্কুলের মধ্যে ২টিতে আবাসিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যা বর্তমানে বিলোপ হবার পথে।

ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়াল গার্লস হাইস্কুল ও কামরুন্নেছা হাইস্কুলের হোস্টেলে ছাত্রী রাখা হয়েছে মাত্র ২৭ জন।

পৌনে ৪ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলে একটি তিনতলা হোস্টেল ভবন থাকলেও সেই হোস্টেল-টিতে ছাত্রীদের থাকতে দেয়া হচ্ছে না। শিক্ষা অধিদপ্তর সম্প্রতি হোস্টেল বিল্ডিংটি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের কাজের জন্য কম্পিউটার কেন্দ্র হিসেবে অধিগ্রহণ করেছে। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ছাত্রীদের হোস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। চলতি বছরের প্রথম দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাবার পর হোস্টেলে অবস্থানকারী বেশিরভাগ ছাত্রী বিভিন্ন স্থানে চলে গেলেও কিছুসংখ্যক ছাত্রী নিরুপায় হয়ে থেকে যায়। তাদের এখন হোস্টেলের একটি অব্যবহৃত গুদামঘরে রাখা হচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর, দূষিত পরিবেশে তাদের এই গুদামঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় বলে হোটেলে অবস্থানকারী ছাত্রীরা জানায়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান, এ অবস্থায়ও তাদের আগামী বছর থেকে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি নেই।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আতিয়া বেগম জানান, স্কুলের ১৪ হাজার ছাত্রীর মধ্যে যে ক'জন এখন হোস্টেলে রয়েছে তাদের আর কোন উপায় নেই বলেই রাখা হয়েছে। এদের ঢাকায় অন্য কোথাও থাকার সুস্থ পরিবেশ নেই। এদের কারো কারো বাবা মা দু'জনেই বিদেশে থাকেন। আবার কারো মা নেই, কারো কারো বাবা মা পৃথক জীবনযাপন করছেন, কারো বাবা চাকরিস্থল থেকে বদলি হয়ে গেছেন, এ ধরনের সমস্যায় পড়ে এসব মেয়েকে হোস্টেল জীবনযাপন করতে হচ্ছে। প্রধান শিক্ষিকা জানান, এদের চলে যেতে বললে হয়তো অনেকেরই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। এদের অনেকেই এসেছে ঢাকার বাইরে ফরিদপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর এলাকা থেকে।

তিনি জানান, স্কুলটিতে মফস্বলের ছাত্রীদের ভর্তির বেশি সুযোগ দেয়া হয় যাতে ঢাকার বাইরের ছাত্রীরা ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। ধানমন্ডি গার্লস স্কুলটি ১৯৬৫ সালে সেই উদ্দেশ্যেই আবাসিক স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই প্রতিষ্ঠানটির হোস্টেলটি বেদখল হয়ে যায়। প্রথমে এডিবি'র কম্পিউটার প্রজেক্ট ও পরে সায়েন্স প্রজেক্ট বসানো হয়। ঐ সময় একতলায় মেয়েদের থাকতে দেয়া হতো। শিক্ষা সম্প্রসারণের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটলেও শুধু ক্যাডেট স্কুল ছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক স্কুলের বিস্তার ঘটেনি। ঢাকায় জায়গার সংকট এর অন্যতম কারণ বলে এক স্কুল প্রতিষ্ঠাতা জানান।

শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রেজাউল করিম জানান, ঢাকায় বর্তমানে আবাসিক পরিকল্পনায় কোন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। শহরায়নের প্রথমদিকে যে দু' একটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও আবাসিক ব্যবস্থা চালু নেই। পুরনো হোস্টেলে কিছু ছাত্রছাত্রী থেকে লেখাপড়া করে। বেসরকারিভাবে এ ব্যবস্থা চালু করা যায়, কিন্তু কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে না।

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলে ৯১১০টি হাইস্কুল রয়েছে, তার মধ্যে ১৩৩৬টি গার্লস স্কুল। সরকারি হাইস্কুলের সংখ্যা ৩১৭টি, তার মধ্যে গার্লস স্কুল ১৪৭টি।

সরকারি ও বেসরকারি হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৮ লাখ ৯ হাজার ৫১৫, তার মধ্যে ছাত্রী হচ্ছে ১৬ লাখ ৮ হাজার ২৮ জন।